প্রথম আলো

তারিখ 11 MAR 2018
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

২৬ পেলেই চান্স!

পোষ্য কোটায় ভর্তিতে শর্ত শিথিল

■ সাইফুল ইসলাম রাজ, ইবি

কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) পোষ্য কোটায় ভর্তির জন্য শতকরা ৪০ অর্থাৎ ৮০ নম্বরের মধ্যে ৩২ নম্বর পাওয়া বাধ্যতামূলক। তবে চলতি শিক্ষাবর্ষে ভর্তি পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীর সন্তান নির্ধারিত ৩২ নম্বর পাননি বলে জানা গেছে। তাই তাদের সন্তানদের ভর্তির সুযোগ দিতে শর্ত শিথিল করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। চলতি শিক্ষাবর্ষে ভর্তি পরীক্ষায় ৮০ নম্বরের মধ্যে শতকরা ৩৩ অর্থাৎ ২৬ নম্বর পেলেই ভর্তি হতে পারবেন শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীর সন্তানরা। গত বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ভর্তি কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, আগে কোটায় ভর্তির ক্ষেত্রে গড়ে ৮০ নম্বরের মধ্যে শতকরা ৪০ অর্থাৎ ৩২ নম্বর পাওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। সেই শর্ত শিথিল করে সেখানে শতকরা ৩৩ অর্থাৎ ২৬ দশমিক ৪০ নম্বর পাওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, শিক্ষক-কর্মকর্তাদের একাংশের চাপের মুখে অবশেষে পোষ্য কোটায় ভর্তির ক্ষেত্রে শর্ত শিথিল করা হয়েছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এমন সিদ্ধান্তে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন জ্যেষ্ঠ শিক্ষকরা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন জ্যেষ্ঠ শিক্ষক সমকালকে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা তীব্র প্রতিযোগিতামূলক একটি পরীক্ষা। ফলাফলে দেখা গেছে, ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়েও অনেকে এক নম্বর ব্যবধানে অপেক্ষমাণ তালিকায় চলে যায়। সেখানে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের সন্তান হওয়ার কারণে ৩৩ শতাংশ নম্বর পেয়েই ভর্তি হবে, এটা বৈষম্য।

তারা আরও বলেন, যেখানে কোটা পদ্ধতি নিয়েই ভিন্নমত দেখা দিয়েছে, সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের শর্ত শিথিল মোটেও বোধগম্য নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ভর্তি কমিটি সূত্রে জানা যায়, কেন্দ্রীয় ভর্তি কমিটির সভায় পোষ্য কোটায় শর্ত শিথিল করে পাস নম্বর ২৮ নির্ধারণ করা হয়। এতেও বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রভাবশালী শিক্ষকের মেয়ের ক্ষেত্রে শর্ত পূরণ না হওয়ায় পাস নম্বর ২৮ থেকে কমিয়ে ২৬ নির্ধারণ করা হয়। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ভর্তি কমিটির সভাপতি ও উপাচার্য অধ্যাপক হারুন উর রশিদ আসকারীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

পোষ্য কোটায় ভর্তি কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক পরেশ চন্দ্র বর্মণ সমকালকে বলেন, আমি এখনও এ বিষয়ে কোনো চিঠি পাইনি। যেহেতু বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত, তাই এ বিষয়ে আমি কোনো মন্তব্য করতে চাই না।